জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – মার্চ/০৩

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* মাদক পাচার ও অপব্যবহার বন্ধে জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তরের দুবাই পুলিশের সাথে সহযোগিতা
* মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জোরদার করার জন্য আরব নেতাদের প্রতি বান কি মুনের আহ্বান
* শ্রীলংকায় সব পক্ষকে অবশ্যই সহিংসতার অবসান ঘটাতে হবে: বান কি মুন
* কসোভোর মর্যাদা নিয়ে জাতিসংঘ দুত বলেছেন 'স্বাধীনতাই একমাত্র বিকল্প'
* উন্নয়নশীল দেশগুলোর বার্ড ফ্লু এর টিকা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতির খবর দিল জাতিসংঘ

মাদক পাচার ও অপব্যবহার বন্ধে জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তরের দুবাই পুলিশের সাথে সহযোগিতা

২৯ মার্চ– সংযুক্ত আরব আমিরাত ও এতদাঞ্চলে মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে দুবাই পুলিশ ও জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর (ইউ.এন.ও.ডি.সি.) আজ এক প্রকল্পে স্বাক্ষর করে ।

ইউ.এন.ও.ডি.সি. এর নির্বাহী পরিচালক এন্টোনিও মারিয়া কোস্টা বলেন, "এ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা আশা করছি যে ইউ.এ.ই. ও এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মাদকের অপব্যবহার ও মাদক পাচার বন্ধে দুবাই পুলিশ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে।" ইউ.এন.ও.ডি.সি.–এর নির্বাহী পরিচালক এন্টোনিও মারিয়া কোস্টা এবং দুবাই পুলিশ প্রধান লেফট্যানেন্ট জেনারেল দাহি খালফান তামিম এ চুক্তি স্বাক্ষর করেন ।

ভিয়েনা ভিত্তিক সংস্থাটি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, অঞ্চল জুড়ে জ্ঞানের আদান প্রদান ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য ইউ.এন.ও.ডি.সি. দুবাই পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে একটি 'উৎকর্ষ অর্জন কেন্দ্রে' পরিণত করতে সাহায্য করবে যাতে তারা মাদকের ক্রমবর্ধমান পাচার মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

দুবাই পুলিশের সম্পুর্ণ অর্থায়নে পরিচালিত ১২ লক্ষ ডলার ব্যয়ে গৃহীত এ প্রকল্পটি আড়াই বছর ধরে চলবে। এপ্রিলে এ প্রকল্পটির উদ্বোধন করা হবে ।

প্রকল্পের অংশ হিসেবে, ইউ.এন.ও.ডি.সি. দুবাই ও ইউ.এ.ই.–কে মাদকের চাহিদা হ্রাসে সমন্বিত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে। ইউ.এন.ও.ডি.সি. স্কুল ও ইউনিভার্সিটির তরুণদের জন্য জাতীয় মাদক অপব্যবহার ও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ মডিউল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এমনভাবে সাহায্য করবে যা উপসাগরীয় সংস্কৃতির সাথে সঞ্জাতিপুর্ণ।

জনাব কোস্টা বলেন, আজকের এই চুক্তি স্বাক্ষরকে ইউ.এন.ও.ডি.সি. এবং ইউ.এ.ই.–এর মধ্যকাত্ম শক্তিশালী সম্পর্ককে আরো দৃঢ়তর করার আলোকে দেখা উচিত। ইউ.এ.ই. এই সংস্থাকে যে উদার সমর্থন প্রদান করছে তিনি তার ভয়ুসী প্রশংসা করেন ।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জোরদার করার জন্য আরব নেতাদের প্রতি বান কি মুনের আহ্বান

২৮ মার্চ– আরব লীগের শীর্ষ সম্মেলনে আগত নেতৃবৃন্দের প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন আরব শান্তি প্রচেষ্টার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এই শান্তি প্রচেষ্টাকে ইসরাইল–ফিলিস্তিন শান্তি প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন,

বিশ্বকে অবশ্যই নতুন সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা সংঘাতের অবসান ঘটাতে হবে।

জনাব বান শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে তার বক্তৃতায় সোমালিয়া এবং সুদানের দারফুর থেকে লেবানন এবং ইরাক পর্যন্ত এ অঞ্চলের বিভিন্ন সংকটের সমাধানে আরব জাতিগুলোর প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সৌদি আরবের রিয়াদে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মহাসচিব তার বক্তৃতায় বলেন, তিনি ফিলিস্তিনিদের জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠন এবং ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংলাপের সম্ভাবনার মধ্যে ইতিবাচক ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছেন।

তিনি আরো বলেন, ২০০২ সালের মার্চে বৈরুতে অনুষ্ঠিত আরব শীর্ষ সম্মেলন চলাকালে গৃহীত আরব শান্তি প্রচেষ্টা নামক পরিকল্পনা ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতে কয়েক দশক ধরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে থাকা এ অঞ্চলকে সামনে এগিয়ে যাবার নতুন পথের দিশা দেয়।

শান্তির ভুমি মুলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই উদ্যোগে ১৯৬৭ সালের পর থেকে ইসরাইল যেসব আরব ভুমি দখল করে রেখেছে তা থেকে প্রত্যাহারের জন্য স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবার জন্য এবং ফিলিস্তিনি শরণার্থী সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্য ইসরাইলের প্রতি আহবান জানায়। এর পরিবর্তে আরব রাষ্ট্রগুলো ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেবে, তাদের সহিংসতার অবসান ঘটাবে এবং সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে।

জনাব বান বলেন, যদিও ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যকার শান্তি এ অঞ্চলের সব সমস্যার সমাধান করবে না, কিন্তু তা এ অঞ্চলে রাজনৈতিক সহনশীলতা ও বহুত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে। এই সমস্যা সমাধান একটি নৈতিক ও কৌশলগত প্রয়োজন।

রিয়াদে অবস্থান করার সময় জনাব বান যুদ্ধবিধ্বস্ত সোমালিয়ার রাজনৈতিক ও মানবিক পরিস্থিতির ওপর আয়োজিত এক ক্ষুদ্র শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুবরাজ সাদ এতে সভাপতিত্ব করেন। জাতিসংঘ, আরব লীগ রাষ্ট্রসমূহ, আফ্রিকান ইউনিয়ন (এ.ইউ.), ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা (ও.আই.সি.), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ই.ইউ.) এবং কেনিয়ার সরকারের উচ্চপদস্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন।

আরব লীগ রাষ্ট্রসমূহের প্রতি তার বক্তৃতায় তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই দরিদ্র আফ্রিকার দেশটির সমস্যার কোন সামরিক সমাধান নেই, সকলের অংশগ্রহণের উপযুক্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়াই এর একমাত্র স্থায়ী সমাধান দিতে পারে।

জনাব বান, সোমালিয়ার ঐতিহ্যবাহী ফেডারেল সরকারকে দেশটির প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলোকে এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশে পরিণত করার আহবান জানান।

মহাসচিব রিয়াদে বেশ কিছু দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও যোগদান করেন। তিনি সুদানের রাষ্ট্রপতি ওপর আল বাশিরের সাথে দারফুরের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। দারফুরে ইউ.এ.ও.ই.ইউ. যুদ্ধ বন্ধের জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন শান্তিবাহিনী মোতায়েন করতে চাচ্ছে। ২০০৩ সালের পর থেকে সংঘাতে এ অঞ্চলে প্রায় ২ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে।

আরব লীগের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদানকালে জনাব বান বলেন, দারফুরের মানুষ অনেক দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছে এবং অনেক বেশি দুর্দশা ভোগ করেছে। তিনি আরো বলেন, সব পক্ষই   আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লংঘন ও মানবাধিকারের অবমাননা করেই চলেছে।সৌদি আরবের বাদশা আজ রাতে দারফুরের ওপর একটি ক্ষুদ্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন এবং জনাব বান ও আরব লীগ মহাসচিব আমর মুসাও এতে অংশগ্রহণ করবেন।

গতরাতে জনাব বান সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি বাশার আল আসাদের সাথে কথা বলেন এবং তারা ইরাক, লেবাননের অবনতিশীল পরিস্থিতি, ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত ও দারফুরের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার করেন।

জনাব বান বলেন, তিনি রিয়াদ থেকে লেবানন সফরে যাবেন। তিনি বলেন, যদিও যুদ্ধবিরতি হয়েছে, কিন্তু দেশটিতে এখনও অভ্যন্ত

রীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা অব্যাহত রয়েছে।

মহাসচিব লেবাননের প্রেসিডেন্ট ইমিল লাহুদ, মৌরিতানিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কর্নেল আলি আউল্ড মহাম্মদ ভাল, সোমালিয়ার প্রধানমন্ত্রী আলি মহম্মদ গেদি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ খালিফা বিন জিয়াদ আল নাহইয়ান এবং ই.ইউ. এর. চেয়ারম্যান আলফা ওমর কনোরির সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

সাধারণ পরিষদ সভাপতি শেইখা হায়া রাশিদ আল খালিফাও আজ রিয়াদে এ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। তিনি আরব শান্তি প্রচেষ্টাকে সমর্থনদানের জন্য আন্তর্জাতিক আপোষ মীমাংসার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি ন্যায়সঙ্গত, সমন্বিত ও স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি সরবরাহ করবেন।

শেইখ হায়া এরপর বিভিন্ন নেতাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন, এদের মধ্যে রয়েছেন-মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান হোসনী মুবারক, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রপ্রধান মাহমুদ আব্বাস এবং প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়া এবং লেবাননের রাষ্ট্রপ্রধান ইমিল লাহুদ এবং প্রধানমন্ত্রী ফাউদ সিনিওয়া।

শ্রীলংকায় সব পক্ষকে অবশ্যই সহিংসতার অবসান ঘটাতে হবে: বান কি মুন

২৭ মার্চ- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন ২০০২ সালের যুদ্ধবিরতির পর শ্রীলংকা সরকার ও বিচ্ছিন্নতাবাদী তামিল গেরিলাদের (এল.টি.টি.ই.) মধ্যকার ক্রমবর্ধমান সংঘাতের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তিনি তাদেরকে আলোচনার টেবিলে পুনরায় ফিরে আসারও আহবান জানিয়েছেন ।

জনাব বানের মুখপাত্র বলেন তিনি এল.টি.টি.ই. এর পক্ষ থেকে বিমান আক্রমণসহ সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্বি পাওয়ায় "বিরক্ত"।

মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেন, বিমান আক্রমণ, স্থল বাহিনীর হামলা এবং আত্মঘাতী বোমা হামলা নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফলে ব্যাপক হারে বেসামরিক লোকজন বাস্তুচ্যুত হচ্ছে ও তাদের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জনাব বান আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের এ ভয়াবহ চক্র ভেঙ্গে ফেলতে যুদ্ধরত পক্ষগুলোর প্রতি আহবান জানান। কেননা এটি কেবল রক্তপাত আর হতাহতের সংখ্যাই বাড়াবে ।

তিনি প্রায় দু'দশক ধরে সংঘাতে লিপ্ত এই দু'পক্ষকে যত দ্রুত সম্ভব কোনরূপ পূর্বশর্ত ছাড়াই আলোচনার টেবিলে ফিরে আসতে আহবান জানান ।

গত সপ্তাহে জাতিসংঘ খাদ্য কর্মসূচি (ডাবি-উ.এফ.পি.) শ্রীলংকার পূর্বাঞ্চলীয় জেলা বাট্টিকালোয় সরকার ও এল.টি.টি.এ.-এর মধ্যকার তীব্র সংঘাতে বাস্তুচ্যুত ১ লক্ষ ৫৫ হাজার মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে ।

আরেকটি ঘটনায় জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার (ইউ.এন.এইচ.সি.আর.) শ্রীলংকার নাগরিকত্ব কিভাবে অর্জন করতে হবে সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গতকাল এক নতুন প্রচারাভিযান শুরু করেছেন।

আগামী পাঁচ দিন তামিল ভাষার রেডিও ও সংবাদপত্র দেশটির নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারে জনগণকে সজাগ করতে বিজ্ঞাপন প্রচার করবে। এই প্রচারাভিযানের লক্ষ্য হল জাতিগত তামিল জনগোষ্ঠী। কেননা শ্রীলংকার অধিকাংশ দেশহীন মানুষই হল ভারতীয় বংশদ্ভুত তামিল যাদেরকে দেশটি যখন ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল তখন ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে চা বাগানে কাজ করার জন্য আনা হয়েছিল।

শ্রীলংকার এই দেশহীন মানুষদের সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৮৮ ও ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইন পাস করা হয়। তবে কিছু তথাকথিত

পাহাড়ি তামিল শ্রীলংকার নাগরিক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপন করতে পারেনি ।

সম্প্রতি গৃহীত এই প্রচেষ্টা শ্রীলংকায় দেশহীন মানুষদের সংখ্যা হ্রাসে নেওয়া দ্বিতীয় বৃহৎ-পরিসরের পদক্ষেপ। ২০০৩ থেকে ২০০৪ সালে প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হয়।

কসোভোর মর্যাদা নিয়ে জাতিসংঘ দূত বলেছেন 'স্বাধীনতাই একমাত্র বিকল্প'

২৬ মার্চ-আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ শেষে জাতিসংঘের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সার্বিয়ার প্রদেশ কসোভোর ভবিষ্যৎ মর্যাদা নির্ধারণী প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করছেন। তারা বলছেন, কসোভোর টিকে থাকার জন্য স্বাধীনতাই একমাত্র বিকল্প। এ ব্যাপারে তারা একটি প্রতিবেদনও তৈরি করেছেন। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন ওই প্রতিবেদন অনুমোদন করেছেন। আজ ওই প্রতিবেদনটি নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানো হয়েছে।
কসোভোর ভবিষ্যৎ মর্যাদা বিষয়ে মহাসচিবের বিশেষ দূত মারতি আহতিসারি বলেন, এ প্রদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীনতাই একমাত্র পথ। এখানে আলবেনীয় সার্বরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্যান্য সংখ্যালঘুদের হার নয়জনে একজন।

আহতিসারি বলেন, কসোভার সরকার ও সার্বিয়া তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে একমত হতে পারছে না। তিনি বলেন, গত বছর তার মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ছোটখাটো রাজনৈতিক বিষয়ে তারা চুক্তি করতে পারেনি। তিনি সতর্ক করে বলেন, এভাবে অনিশ্চিয়তা চলতে থাকলে গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ও জাতিগত সমঝোতা হুমকির সম্মুখীন হবে।

দূত বলেন, 'এ ধরনের অনিশ্চিয়তা আবারো অচলবস্থা সৃষ্টি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিভক্ত করতে পারে। আর এর ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। কসোভোর ভবিষ্যৎ মর্যাদা সম্পর্কিত চুক্তি করতে অস্বীকার বা দেরি করলে কেবল যে এর নিজস্ব স্থিতিশীলতাই ঝুঁকির মুখে পড়বে তা নয়, সার্বিকভাবে পুরো এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবে।'

তিনি বলেন, 'কসোভো একটি অভিন্ন বিষয় যা অভিন্ন সমাধান চায়।' এ বিষয়ের মীমাংসার অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক বেসামরিক ও সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি জরুরি। মীমাংসা প্রস্তাবে সংখ্যালঘুদের অধিকার, আইনের শাসন, বিকেন্দ্রীকরণ ও সার্বীয় অর্থোডক্স চার্চ রক্ষার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আহতিসারির সমন্বিত প্রস্তাবের আওতায় পরিষদ এক সময় তার মীমাংসা পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে এবং সেটির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। কসোভোর দায়িত্ব জাতিসংঘ অন্তবর্তী মিশন ইউএনএমআইকের কাছে থাকা অবস্থায়ই ১২০ দিনের মধ্যে এ প্রক্রিয়া শেষ করা হবে। ১৯৯৯ সালে পশ্চিমা বাহিনী যুগোশ-াভিয়ার সৈন্যদের বিতাড়িত করার পর থেকে ইউএনএমআইকে কসোভো পরিচালনা করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আন্তর্জাতিক পরিচালনা গোষ্ঠী কর্তৃক একটি আন্তর্জাতিক বেসামরিক প্রতিনিধিদল নিয়োগ দিতে হবে। এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বিশেষ প্রতিনিধিদের মতো কাজ করবে। কসোভোর প্রশাসনে এদের সরাসরি ভূমিকা থাকবে না। তবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ তত্ত্বাবধানকারীর ক্ষমতা থাকবে তাদের হাতে।

বেসরকারি প্রতিনিধিদলের হাতে কসোভো কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বা আইন বাতিল করার ক্ষমতা থাকবে। একই সঙ্গে কোনো কর্মকর্তা সিদ্ধান্তের বাইরে কাজ করলে তাকে শাস্তি বা বরখাস্ত করতে পারবে প্রতিনিধিদল। পরিচালনা গোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত না বলে যে কসোভো চুক্তির শর্ত বাস্তবায়ন করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এ প্রতিনিধিদল কাজ করে যাবে।

কসোভোর পার্লামেন্ট বেসরকারি এ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কাজ করছে। এটি নতুন একটি সংবিধান এবং এ চুক্তি আওতায় প্রয়োজনীয় কোনো আইন অনুমোদন করবে। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষে এগুলো কার্যকর হবে। ইউএনএমআইকের ক্ষমতা শেষ হওয়ার পর তা কসোভো কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

চুক্তি কার্যকর হওয়ার নয় মাসের মধ্যে কসোভোকে একটি সাধারণ ও স্থানীয় নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে।

সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা ও অন্যান্য বিষয় উর্ধ্বে রাখা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু সাংবিধানিক ও আইন চালু করতে হবে। আলবেনীয় ও সার্বীয় উভয়ই সরকারি ভাষা হবে। অন্যদিকে তুর্কি, বসনীয় ও রোমার মতো অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভাষাও সরকারি অফিস আদালতে ব্যবহারযোগ্য বিবেচিত হবে। কসোভোর পার্লামেন্টে আদিবাসী সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

কসোভো কর্তৃপক্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বীয় অর্থোডক্স চার্চকে স্বীকৃতি দিতে হবে। একই সঙ্গে তারা যাতে কর ও শুল্ক সুবিধা পায় সেটিরও স্বীকৃতি থাকতে হবে। এছাড়া ৪০টির বেশি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দর্শনীয় স্থানকে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করতে হবে।

কসোভো বাহিনীর (কেএফওআর) বর্তমান কাজ অব্যাহত রাখার জন্য উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা বা ন্যাটো মিশনের সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনীও সেখানে অবস্থান করবে। কসোভো সম্পূর্ণভাবে নিজে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত এ বাহিনী কাজ করবে।

কসোভো পুলিশ বাহিনীর স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তারাই তাদের কর্মরত পৌরসভাগুলোতে জাতিগত সমন্বয়ের প্রতিফলন ঘটাবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের এক বছরের মধ্যে কসোভোকে নতুন একটি নিরাপত্তা বাহিনী গঠন করতে হবে। নতুন এ বাহিনীতে সর্বোচ্চ দুই হাজার ৫০০ সক্রিয় সদস্য ও ৮০০ রিজার্ভ সদস্য থাকবে। এ সময় বর্তমান নিরাপত্তা বাহিনী 'কসোভো প্রটেকশন করপর্স' বিলুপ্ত ঘোষণা করা হবে। আহতিসারি বলেন, বেলগ্রেড সার্বিয়ার ভেতরে থেকেই কসোভোর স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে বলেছে, এর বেশি যেন দেওয়া না নয়। অন্যদিকে প্রিস্টিনা বলেছে, স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু তারা মেনে নেবে না। এর মানে হচ্ছে – এ প্রস্তাবের বাইরে তার (আহতিসারি) অন্য কোনো বিকল্প ছিল না।

তিনি বলেন, কসোভোতে আবার সার্বীয় শাসন ফিরে আসাটা কসোভোর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মেনে নেবে না। সহিংস প্রতিবাদ বিক্ষোভ উসকে না দিয়ে বেলগ্রেড তার কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপন করতে পারবে না। সার্বিয়ার সীমান্তের মধ্যেই কসোভোর স্বায়ত্তশাসন সহজে রক্ষা করা যাবে না। তবে এ ধরনের জাতীয় স্বায়ত্তশাসন হতে পারে।

বান কি মুন এ প্রতিবেদন ও মীমাংসা পরিকল্পনার প্রতি আজ তার পুর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। মুখপাত্রের মাধ্যমে তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, 'ভবিষ্যত মর্যাদা প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে'।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'মহাসচিবের অনুমোদন দেওয়া কসোভোর ভবিষ্যত মর্যাদার স্থায়ী ও নিরপেক্ষ সমাধান সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করা হয়েছে।'

উন্নয়নশীল দেশগুলোর বার্ড ফ্লু এর টিকা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতির খবর দিল জাতিসংঘ

২৩ মার্চ–জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) আজ মানব বার্ড ফ্লু মহামারি দেখা দিলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য টিকার সরবরাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এবং মহামারির জন্য পুর্বপ্রস্তুতি গ্রহণে প্রায় অর্ধ ডজন নতুন উৎপাদন কারখানা তৈরিসহ টিকাসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে অগ্রগতির খবর জানিয়েছে।

হু এর টিকা গবেষণা উদ্যোগের পরিচালক মারি পল কিনি বলেন, অধিকাংশ দেশ যাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তারা ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা তৈরি করতে পারে না। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসসহ টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের বিকল্পের ওপর সোমবার ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জার্কাতায় দু'দিনের এক কারিগরি বৈঠক শুরুর প্রাক্কালে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, যদি আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারির জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে চাই, তাহলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর টিকা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি। তিনি ১০ বছরের ১০০০০ কোটি ডলারের প্রকল্পের জন্য আরো অধিক তহবিলের আহবান জানান।

বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন বর্তমান এইচ ফাইভ এন ওয়ান বার্ড ফ্লু সহজে মানব থেকে মানবে সংক্রামিত ভাইরাসে রূপান্তরিরত হতে

পারে, যার ভয়াবহ পরিণতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যেতে পারে।

টিকার সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য হু অক্টোবর মাসে গৃহীত এর আন্তর্জাতিক মহামারি ইনফ্লুয়েঞ্জা কর্ম পরিকল্পনার অধীনে বিভিন্ন দেশে টিকা তৈরির সামর্থ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ছয়টি প্রকল্প গ্রহণ করে যা অনুমোদন লাভের জন্য বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এর দু'টি ল্যাটিন আমেরিকা এবং চারটি এশিয়ার দেশে অবস্থিত। এ চারটি এশিয়ার দেশের মধ্যে তিনটিতেই মানব দেহের এইচ ফাইভ এন ওয়ান ভাইরাসের জীবাণু পাওয়া গেছে।

জাপান সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানব সেবা অধিদপ্তর ১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার প্রদানের মাধ্যমে এ প্রকল্পে সহায়তা দিচ্ছে।

'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফার্মাসিটিক্যাল ম্যানুফেকচাররস অ্যাসোসিয়েশন' প্রযুক্তি হস্তান্তর ও অন্যান্য উপযুক্ত কৌশলের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলো টিকা লাভ নিশ্চিত করার জন্য হু এর সাথে সহযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

বহুজাতিক টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলো যে টিকা প্রস্তুত করছে তা যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো লাভ করতে পারে সেজন্য হু এবং জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) অর্থায়নের বিভিন্ন উপায় অনুসন্ধান করে দেখছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর টিকা ক্রয়ের জন্য তহবিল নিশ্চিত করতে মহামারি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের আন্তর্জাতিক মজুত গড়ে তোলা এবং আগাম ক্রয় পরিকল্পনা বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে।

অধিকন্তু, আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনায় চিহ্নিত তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র-গবেষণা ও উন্নয়নে উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। টিকার প্রায় ৪০টিরও বেশি ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। যেসব বয়সের জনগোষ্ঠীর ওপর পরীক্ষা চালানো হয়েছে দেখা গেছে টিকা তাদের সবার পক্ষেই নিরাপদ ও সহনশীল।

ড. কিনি বলেন, আমাদের আন্তর্জাতিক কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হবার পর থেকে মহামারি ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা তৈরি ও গবেষণার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে আমরা সন্তুষ্ট। এ কাজ সময়মত সম্পন্ন করার জন্য অব্যাহত রাখতে এবং বিশ্বকে একটি বিপর্যয়কারী গণস্বাস্থ্য সমস্যা থেকে রক্ষা করতে ১০ বছরের এই ১০০০০ কোটি ডলার ব্যয়ের এই প্রকল্পের জন্য আরো এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহযোগিতার জন্য কানাডা, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য দেশ ও দাতাদেরও এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি।

সারা বিশ্বে এইচ ফাইভ এন ওয়ানে ২৮১ ব্যক্তি আক্রান্ত হয়, তাদের মধ্যে ১৬৯ জনের অবস্থা ছিল গুরুতর। তাদের সবার মধ্যেই হাঁসমুরগির মাধ্যমে এ রোগ ছড়িয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তবে বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন এ রোগ সহজে মানব থেকে মানবে সংক্রমিত ব্যধিতে পরিণত হতে পারে। এর ফলে প্রায় ২ কোটি থেকে ৪ কোটি লোকের মৃত্যু ঘটতে পারে।

** ** **